দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩ ...

প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

(খায়রুল আনোয়ার)

অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা, শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং যোগ্য ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের স্বল্পতা ইত্যাদি সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে ব্যাহত করছে।

অপরদিকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষাপর্ব শেষ করার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করায় ১৯৯০ সাল নাগাদ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এক সমীক্ষা রিপোর্টে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও তার সমস্যা' শীর্ষক এ রিপোর্টটি তৈরি করেছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ফেলো কাজী জাহিদ হোসেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা দেশে ৪৪ হাজার দুইশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ৯৫

(৭-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যাহত

(প্রথম পৃঃ পর)

লাখ ছাত্রছাত্রী আছে। এর বিপরীতে সর্বমোট শিক্ষক আছেন মাত্র এক লাখ ৮৯ হাজার ৯০০ জন।

জনাব জাহিদ হোসেন তাঁর সমীক্ষা রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন; রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে প্রাথমিক স্কুলগুলোর শতকরা ৮৭ ভাগ সরকারী, বাকি ১৩ ভাগ বেসরকারী; স্কুলগুলোর শতকরা ৯২ ভাগ এবং মোট ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৮৯ ভাগ গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এ অবস্থায় গ্রামবাংলাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষার এক বিরাট অবকাঠামো গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে অধিকাংশ স্কুল আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

উদাহরণ হিসাবে এ প্রসঙ্গে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, শতকরা ৭৮ ভাগ স্কুল বর্ষাকালে অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষের প্রায় অর্ধেক সময় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে থাকে। বছরের সব সময়ের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে শতকরা ৩০ ভাগ স্কুল। গড়ে প্রতিটি স্কুলে কক্ষ সংখ্যা মাত্র দুইটি। অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ শতকরা ৫১ ভাগ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার আসনের ঘাটতি রয়েছে। শতকরা ৭৭ ভাগ স্কুলের মেঝে মাটির ও শতকরা ৩৭ ভাগ স্কুলের পার্টিশন নেই। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ যেমন বোর্ড, মানচিত্র, গ্লোব, আলমারী ইত্যাদির অভাব রয়েছে এই হচ্ছে সরকারী স্কুলের হাল। বেসরকারী স্কুলের অবস্থা আরও করুণ।

রিপোর্টে বলা হয়, আমাদের দেশে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের নির্ধারিত হার হচ্ছে ১:৪০; সে হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত মোটামুটিভাবে নির্ধারিত হারের কাছাকাছিই ছিল। কিন্তু গত পনের বছরে এ অনুপাত ১:৫০-এ দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের হারের এ অবনতি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। শিক্ষকদের মাঝে শতকরা ৯ ভাগ ম্যাট্রিক বা এসএসসি পাস নন। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়, শিক্ষকদের মান আপাতদৃষ্টিতে যোগ মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সে যোগ্যতার মান সময়ের তুলনায় নিম্নমুখী।

বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল ত্যাগ সমস্যা প্রসঙ্গে জনাব জাহিদ হোসেন তাঁর সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে স্কুলে বয়েসীদের অনুপাতে স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা শুধু কমই নয়, যারা ভর্তি হয় তাঁরাও অতি শীঘ্র এবং অধিকহারে অধ্যয়নকাল শেষ হবার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার ... স্কুল ছেড়ে ... প্রথম ও দ্বিতীয় ... শতকরা ...

পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয় ত্যাগের প্রধান কারণ হিসাবে রিপোর্টে অভিভাবকদের দরিদ্রতার কথা উল্লেখ করা হয়। গ্রাম বাংলার দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহস্থালী ও পেশাগত কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করতে হয়। শিক্ষার প্রতি রয়েছে অভিভাবকদের উদাসীনতা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা যেমন বাল্য বিবাহ গ্রামের মেয়েদের স্কুল ছেড়ে দেয়ার মূল কারণ। অপুষ্টিতে ভোগার জন্যে অনেক ছেলে মেয়ে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর 'স্কুল ছেড়ে যাওয়া' সমস্যাকে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত সম্পদের এক বিরাট অপচয় বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

রিপোর্টে সমস্যা সমাধানের জন্যে কয়েকটি সুপারিশ রাখা হয়েছে। এর মাঝে রয়েছে : প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সব রকম অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, অধিক হারে স্কুল ত্যাগের প্রবণতা রোধ করার জন্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এদিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দের শতকরা ৫৬ ভাগের বেশি দেয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ করার জন্যে প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সমাধান করা পর্যন্ত তাদেরকে বিদ্যায়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উদ্যোগে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যাহত

(৭-এর পৃঃ পর)

এবং উপজেলা পরিষদসমূহের ব্যবস্থাপনায় ১লা জানুয়ারী থেকে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে শিক্ষা সমাবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সরকারী ব্যয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শ্রেষ্ঠ-বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।